তারিখ ........ 9 JAN 2...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৮......

সংবাদ

# তৃণমূলে শিক্ষার অবস্থা জানতে গ্রামের পথে শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের প্রকৃত অবস্থা জানতে ১০ দিন ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে খোঁজ-খবর নিতে ঢাকা ছেড়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বাংলাদেশে কোন মন্ত্রীর এভাবে ১০ দিন ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত চিত্র দেখা এবং সাধারণ মানুষের খোঁজ-খবর নেয়ার ঘটনা বিরল।

১ জানুয়ারি বই উৎসবের মাধ্যমে সারাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে সব শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে সরকারের বিনামূল্যের নতুন বই। সেদিন থেকে সব স্কুলে ক্লাসও শুরু হয়েছে। সরকারি বই ঠিক-মতো শিক্ষামন্ত্রী : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

## শিক্ষামন্ত্রী : গ্রামের পথে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছছে কিনা তার সরেজমিন দেখতে মন্ত্রী নিজেই ছুটে গেছেন তৃণমূলে। গত সোমবার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক শেষে দুপুরেই বিমানে উড়ে যান সিলেটে। বিমানবন্দর থেকেই মাঠ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোজা চলে যান দুলসাইন গ্রামে। সেখান থেকেই শুরু করেন গণসংযোগ এবং অনুষ্ঠানে যোগদান। এভাবে প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান এবং লোকজনের সঙ্গে কথা বলছেন, শিক্ষার মাঠচিত্র ও উন্নয়নের প্রকৃত চিত্র নিজ চোখে দেখছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি থেকে ছয়টি অনুষ্ঠানে যোগদান এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন তিনি। গতকাল তিনি সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ছয়টি অনুষ্ঠানে যোগদান করে স্থানীয় সাধারণ মানুষ, আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। ৭ জানুয়ারি থেকে শুরু করে আগামী ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একের পর এক অনুষ্ঠানে ও গণসংযোগ করবেন তিনি। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই তিনি সরকারি বই ঠিকমতো সব স্কুলের সব শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছছে কিনা তা জানতে চান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবারই প্রথম নয়, সচিবালয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে গ্রামে চলে যান শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও উন্নয়ন কার্যক্রম কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে তা সরেজমিন দেখার জন্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন ধরনের অঘটনের খবর পেলেই তিনি ছুটে যান ঘটনাস্থলে। কোথাও কোন শিক্ষার্থী নির্যাতিত বা আক্রান্ত হলে, কোন চরম সমস্যায় পড়লে সচিবালয়ে মন্ত্রীর অফিস ছেড়ে তিনি ছুটে যান নির্যাতিতার কাছে। শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর এমন অসংখ্য ঘটনায় তিনি প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতিবেদনের অপেক্ষা না করে নিজেই ছুটে গেছেন ঘটনাস্থলে। নির্যাতিতাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যেমন তেমনি স্থানীয় প্রশাসনকেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে-নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন যে অপকর্মের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে। তার ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে সারাদেশে ইতোমধ্যেই শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।